ঝিনাইদহে জাসদ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ (জাসদ) এর উদ্যোগে ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে শহরের পুরাতন ডিসিকোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে মুজিব চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়।

ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরের সমাবেশে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বিদুৎ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্যদেন জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান উজ্জল, দপ্তর সম্পাদক ছাড়াও আইন বিষয়ক সম্পাদক আশিষ সরকার, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি অন্তর মীর প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’ উদ্বোধন

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে ‘বঙ্গবন্ধু শিশু শিক্ষালয়’র উদ্বোধন ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল সোমবার সকালে শহরের ব্যাপারী পাড়ায় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এ স্কুলের উদ্বোধন করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সোহেল রানা সিটি, কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক রিপনসহ অন্যান্যরা।

স্কুলের উদ্বোধন শেষে শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান। এখন থেকে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাঠদান করানো হবে বলে জানিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

৭৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেলো কুষ্টিয়া জেলা আ’লীগ

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী সহ পূর্নাঙ্গ কমিটির সকলে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জননেতা মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ নতুন কমিটিতে যারা জায়গা পেয়েছে : সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, জাহিদ হোসেন জাফর, মিসেস লায়লা আরজুমান বানু, শেখ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ মিন্টু,

চৌধুরী মুরশেদ আলম মধু, মোঃ হাবিবুল্লাহ, বেগম নূরজাহান মিনা, মতিয়ার রহমান মজনু, ডাঃ আমিনুল হক রতন, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, অ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার ঘোষ, শেখ হাসান মেহেদী, প্রকৌশলী ফারুক উজজামান, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. হারুন অর রশিদ, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক লিয়াকত আলী, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক হাজী রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মতিয়ার রহমান মতি,

দপ্তর সম্পাদক আলহাজ্ব তরিকুল ইসলাম মানিক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব সেলিনুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রুহুল আজম, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মীর শওকত আলী বকুল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোমিনুর রহমান মোমিজ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এড. শিলা বসু, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মানিক কুমার ঘোষ, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক খন্দকার ইকবাল মাহমুদ, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. নাসরিন সুলতানা সুইটি, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আফাজ উদ্দিন আহম্মেদ জিন্নাহ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ একেএম মুনির, সাংগঠনিক সম্পদক আমজাদ হোসেন রাজু, অ্যাড. হাসানুল আসকার হাসু, মাযহারুল আলম সুমন, উপ-দপ্তর সম্পাদক শাহাজ্জুল হোসেন, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল লতিফ দীঘা, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেখা।

সদস্যবৃন্দ মোঃ আনোয়ার আলী, আফাজ উদ্দিন আহমেদ,অ্যাড. আসম আখতারুজ্জামান মাসুম, আলহাজ্ব আমিরুল ইসলাম, তাইজাল আলী খান, মিসেস সুলতানা তরুন, আব্দুর রউব, অ্যাড. আঃকাঃমঃ সরওয়ার জাহান বাদশাহ্, সেলিম আলতাফ জর্জ, বেগম রাশিদা লাইট, আব্দুল মান্নান খান, রেজাউল হক চৌধুরী, রফিকুল আলম চুন্নু, অ্যাড. শরীফ উদ্দিন রিমন, শামসুজ্জামান অরুন, রবিউল ইসলাম রবি, আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, আলহাজ্ব অ্যাড. আব্দুল হালিম, শফিউর রহমান মন্টু, কামারুল আরেফিস,

আক্তারুজ্জামান বিশ্বাস, আনোয়ারুজ্জামান মজনু, আতাউর রহমান আতা, বাবুল আক্তার, প্রভাষক তারিকুল ইসলাম, এড. জিয়াদুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম তসর, আলহাজ্ব শামীম উল ইসলাম ছানা, অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা, রহিম উদ্দিন খান, আব্দুর রউফ পদ্মা, হাবিবুল হক পুলক, সুফী ফারুক ইবনে আবু বকর, আবুহেনা মোস্তফা কামাল মকুল, নাসির উদ্দিন মৃধা, রেজাউল হক।

৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের পুর্ণাঙ্গ কমিটি জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি কুষ্টিয়ায় এসে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা দেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

দীর্ঘ এক বছর পর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভাপতির নির্দেশক্রমে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা গতকাল রবিবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পাঠানো হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বও, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সদর উদ্দীন খানকে সভাপতি ও আজগর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দীর্ঘ ১ বছর পর গতকাল রবিবার রাতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে চারজন নারী পদ পেয়েছেন। আরও দুজন নারী সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

অনুমোদিত কমিটিতে কয়েকটি নতুন মুখ স্থান পেয়েছে। কমিটিতে নতুন মুখ হিসেবে সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন কুষ্টিয়া আদালতের সরকারি কৌঁসুলি অনুপ কুমার নন্দী, কোষাধ্যক্ষ পদ পেয়েছেন ব্যবসায়ী অজয় সুরেকা। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আসা তরুণ তিন নেতা হলেন আমজাদ হোসেন, হাসানুল আসকার ও মাজহারুল ইসলাম।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দীন খান বলেন, প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ নেতৃত্ব দলকে আরও সুসংগঠিত করবে।

আনোয়ার আলীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন আমির হোসেন আমু

একজন আনোয়ার আলী। তার রাজনীতির বয়স ৬০ বছরের উপরে। নানা দুঃসময়ে যিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেয়র হিসেবে কুষ্টিয়া পৌরসভার নাগরিকদের সেবা করছেন টানা কয়েক যুগ। আধুনিক কুষ্টিয়া ও বসবাসযোগ্য শহর গড়তে যিনি সারাটা দিন ব্যয় করেন।

নাগরিকদের কাছেও তিনি সম্মানের পাত্র। জীবনের শেষ সময়ে এসে বর্ষিয়ান এ নেতা ফের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি বেড়েছে। বাকি সময়টা পৌরবাসীর সেবা করে কাটাতে চান। গড়তে চান আধুনিক এক কুষ্টিয়া।

৭৮ বছর বয়সী মেয়র আনোয়ার আলী এবার দলীয় মনোনয়ন পাবেন কি-না যে প্রশ্ন রেখেছিলেন অনেকে। দলের অনেকেই চেষ্টা করছিলেন তাকে পেছনে ফেলে পৌরসভায় মেয়র পদে দলীয় মনোনয়ন পেতে। তবে দলীয় সভানেত্রী শেষ পর্যন্ত মেয়র আনোয়ার আলীকেই বেছে নিয়েছেন। তাকেই দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। দলীয় মনোনয়ন পাওয়া প্রসঙ্গে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, আমার আত্মবিশ্বাস ছিল দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকেই ফের দলীয় মনোনয়ন দিবেন। যতদিন তিনি আছেন আর আমি বেঁচে আছি তিনি আমাকে সম্মানিত করবেন। আমিতো দলীয় মনোনয়ন চাইনি। তারপরও তিনি আমাকে ভালবেসে মনোনয়ন দিয়েছেন। এ জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া ও নেত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

আনোয়ার আলী বলেন, মনোনয়নের প্রথম খবরটি দেয় আমির হোসেন আমু। তিনি আমাকে মোবাইল করে খবর দেন। আমু আমার রাজনৈতিক গুরু। তিনি আমাকে স্নেহ করেন। খবরটি জানার পর আমার মানসিক শক্তি বেড়ে যায়। বেশ উদ্দীপনা লাগছে। আবার কাজের সুযোগ পাবো জনগণ নির্বাচিত করলে। কেমন পৌরসভা গড়তে চান জানতে চাইলে তিনি বলেন,‘ আমিতো নতুন মেয়র না। দীর্ঘ সময় মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। কুষ্টিয়া শহরকে বসবাস যোগ্য করতে নানা প্রকল্পবাস্তবায়ন করেছি। সড়ক ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ করেছি।

বস্তিগুলোর উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চিত্র পাল্টে গেছে। বস্তির

প্রশস্ত করা হবে। মরা গড়াই খাল খনন নিয়ে বলেন- খাল খননে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু সমস্যা হয়েছে। নতুন করে আবার খননের উদ্যোগ নেয়া হবে।

এ জন্য জিকের সহযোগিতা নেয়া হবে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে।’ ভাল পরিষদ চালাতে হলে ভালো লোকের প্রয়োজন বলেও জানান। গত পরিষদ চালাতে গিয়ে অনেক সময় কাউন্সিলররা বাঁধা দিয়েছে। তবে তাদের বুঝিয়ে অনেক কাজও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিরোধিতা থাকবেই, তারপরও কাজ করে যেতে হবে। মেয়র বলেন নেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমার খোঁজও নেন।

দেশকে সঠিক পদে নিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা এমন দাবি করে মেয়র বলেন, দেশ আগের তুলনায় উন্নত। এ জন্য কুষ্টিয়া সপৌরসভা অনেক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে। আগের তুলনায় আমরা বেশি বাজেট পাচ্ছি। কাজ বাস্তবায়ন করা সহজ হচ্ছে।’ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চান মেয়র। তিনি সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

মেয়র বলেন- কাজের মূল্যায়ন করবে জনগনণ। আমিতো তাদের সেবা দিয়ে আসছি। ভোটের মাধ্যমে কাজের বিষয়টি প্রমাণ হয়। আশা করি ভাল নির্বাচন হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে আমাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। আমি কোন হট্টগোলে বিশ্বাসী নয়। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মনোনয়ন পাওয়ার পর দলের শীর্ষ নেতারা এসেছিলেন। তারা আমার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের সবার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন।

নৌকা প্রতীক দলের। তাই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী নৌকার পক্ষে কাজ করবে বলে আশা করছি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবউল লম হানিফ এমপিসহ সকলেই আমার জন্য কাজ করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবাই আমাকে ভালোবাসেন এটায় আমার জন্য বড় পাওয়া।’

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার কে নতুন বছরের শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি জননেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন কে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ।

শুভেচ্ছা বিনিময় কালে উপস্থিত ছিলেন, চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শাহ্ আব্দুল বাতেন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব মোজাম্মেল হক, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব শহিদুল ইসলাম ফকা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল শাহ্ ৩ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সিদ্দিক সেক্রেটারি সুব্বান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুস সাত্তার,

৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম সেক্রেটারি মাসুদ রানা, ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জুলফিকার আলী সেক্রেটারি আতাউর রহমান, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মহসিন আলী, ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মজিবর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মমিনসহ চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী

উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। তবে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ ধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যবস্থা নেননি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়ে এ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশে নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিমিয় করা হয়েছে। কোন মাইক টাইক ছিলনা। আচরণবিধি যাতে লঙ্ঘন না হয় সেকারণেই ঘরোয়া পরিবেশে এটা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের (গাংনী) সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনী ভাবনায় না, কর্মীসভা হিসেবে সেখানে গিয়েছি।

এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বিষয়টি রির্টানিং অফিসার জানেন। তাছাড়া আমরাও নিষেধ করেছি এধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা না করার জন্য।

গাংনী পৌরসভার নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী কোন কাজে অংশ নিতে পারেন না। বিষয়টি জানার পর এ বিদায়িতপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হয়েছে, তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনী উপজেলা ভুমি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর ই আলম সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে নির্দেশনা পেয়েছি পুলিশ ডাকা হয়েছে। পুলিশ আসলে অভিযান চালানো হবে। তবে মতবিনিময়সভা যথানিয়মে শেষ হলেও প্রশাসনিক ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গাংনী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদের আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আ.লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, গাংনী উপজেলা আ.লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ

সম্পাদক শফি কামাল পলাশ,

সহ সভাপতি নবীর উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, পৌর কৃষক লীগ সভাপতি বদরুল আলম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ইসমাইল হোসেন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সিপু, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল প্রমুখ।

গণতন্ত্রের বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দ্বিবর্ষপূর্তি ও গণতন্ত্রের বিজয় দিবস উপলক্ষে আনন্দ র্যালী করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

বুধবার বিকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধণ এর নেতৃত্বে এই আনন্দ র্যালী বের করা হয়। পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে র্যালীটি শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা সভা করা হয়।

সভায় বক্তব্য দেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধণ, সহ সভাপতি শাহজাহান, দুলাল মাহামুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর, দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহীম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একে কুতুব,

মুজিবনগর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাহ উলি উল্লাহ সোহাগ, বারাদী ইউনিট ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল, পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি সাকিববুর রহমান প্রতিক, মোনাখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি স্বপন গাজী, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হাসান ইমন।

ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে নৌকা প্রতীকের দাবীতে শহীদুজ্জামান সেলিমের বিক্ষোভ সামবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন প্রতীক বঞ্চিত প্রার্থী ও পৌর আ.লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে শহরের পায়রা চত্বরে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ জানুয়ারী কোটচাঁদপুর পৌর সভার নির্বাচন। নির্বাচনে আ.লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে মাঠে ছিলেন ৫ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী। যার মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী, পৌর আ.লীগের যুগ্ম- আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, বর্তমান পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, পৌর আ.লীগের সদস্য কাজী আলমগীর ও উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মীর কাশেম আলী।

গেল শনিবার আ.লীগের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির বোর্ড উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলীকে নৌকা প্রতীক দিয়ে দলীয় মনোনয়ন দেন। যার বিরোধীতা করে গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর পায়রা চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেন মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থী শহীদুজ্জামান সেলিম। সমাবেশে সেলিম বলেন, ১৫ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পরাজিত হয়েও আমি পৌর সভার মানুষের সাথেই আছি।

সে থেকে আমি মানুষের বাড়ি বাড়ি গেছি, সুখে দুঃখে তাদের পাশে ছিলাম আগামীতেও পাশে থাকব। করোনা মহারীতে আমি তাদের মুখে খাবার তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছি। আশা করেছিলাম আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট করার সুযোগ করে দিবেন। আমি মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাই আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রীর

নিকট মনোনয়ন পুনঃ বিবেচনার দাবী জানাচ্ছি।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক যুবলীগ নেতা মঈনুদ্দিন শেখ হেকিম, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা প্রদীপ বিশ্বাস ও আ.লীগ নেতা শান্তি সরদার, আ.লীগ নেতা শেখ আরিফ হোসেন প্রমুখ।
এ সময় আ.লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মালিক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মালিক (নৌকা প্রতীক) মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি ভোট পেয়েছেন ২২ হাজার ৩৩৯। তার নিকটতম স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী (বিএনপি বিদ্রোহী) মজিবুল হক মালিক পেয়েছেন ৭ হাজার ৬৫৭ ভোট। বিএনপি প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৬ হাজার ৫৬ ভোট।

৯টি ওয়ার্ডের ৩৩টি ভোট কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার তারেক আহমেমদ রাত আটটায় এ তথ্য নিশ্চিত করেন।